অনুশীলনে
সবই
সম্ভব

ইন্ট্রাপ্রেনিউর

দ্যা রাইজ অব দ্যা স্মার্ট এক্সিকিউটিভ

কে.এম. হাসনান রিপন

অদম্য প্রকাশ

উৎসর্গ

সাহিদা বেগম
আমার মা, যার চোখে আমার কোন ভুল নেই।
আমেনা হাসান
আমার স্ত্রী যার অবদান আমার জীবনে অপরিসীম।

শুরুতেই কিছু কথা

মানুষ বই পড়ে যতটা শেখে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি শেখে দেখে বা করতে গিয়ে। মূলত আমার এই বইটিতে আমি সেই সমস্ত বিষয় আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি, যেগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন বিষয়ে বিশিষ্টজনকে আমি চর্চা করতে দেখেছি। সেসব বিষয়বস্তু তাদের গভীর জ্ঞান এবং তার প্রয়োগের ফলে তার উপকারিতা অবলোকন করেছি। যেমন তাদের নেতৃত্বের গুণাবলি, দলের নিবেদিত সদস্য হয়ে কাজ করা, প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার, মানসিকতা, সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সহনশীলতা। পরবর্তী পর্যায়ে আমার দেখে শেখা বা পড়ে শেখা বিষয়সমূহকে আমি প্রয়োগ করে দেখেছি। যার ফলাফল ভীষণ ইতিবাচক।

আমার এই বইটি সত্যিকার অর্থে একটি অভিজ্ঞতার ফলাফল। আমার মতে, কর্মদক্ষতার তিনটি স্তর রয়েছে যেমন ইতিবাচক ব্যক্তিগত গুণাগুণ, মানুষের সঙ্গে সু-সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর কর্মক্ষমতা অর্জন। আমি বইটিতে যতগুলো বিষয় উল্লেখ করেছি সবগুলো এই তিনটি বিষয়কে মাথায় রেখে লেখার চেষ্টা করেছি ইচ্ছকৃতভাবেই বিষয়গুলো এলোমেলো করে লিখেছি। এখন আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে পড়ার সময় এটা চিহ্নিত করা কোন বিষয়টি কর্মদক্ষতার কোন স্তরের জন্য লেখা হয়েছে। আমি যে বিষয়গুলো নিয়ে এসেছি এর বাইরেও আরও অনেক বিষয় আছে, জীবনে চলার পথে আপনারা জানতে পারবেন।

আমার বিশ্বাস, যে বিষয়গুলো পুরো বইতে উল্লেখ করেছি তা সবার কাজে আসবে এবং এখানেই আমার সার্থকতা।

সূচিপত্র

সাফল্যের জন্য স্বপ্ন, লক্ষ্য, টার্গেটঃ কীভাবে পরিকল্পনার ছক আঁকবেন	১১
উদ্যোক্তার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গী - ইন্ট্রাপ্রেনিউর	১৫
ব্যক্তিগত অন্বেষণের সময় (Personal Exploring Time)	১৯
শিখুন, জানুন, উপার্জন করুন, সঞ্চয় করুন এবং শেয়ার করুন	২১
সব সময় নতুন কিছু না কিছু শিখুন (জ্ঞান বৃদ্ধি)	২২
কর্মক্ষেত্রে নিজের অবস্থান টেকসই করতে দক্ষতা বৃদ্ধিঃ	২৩
কর্মক্ষেত্রসংশ্লিষ্ট সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করুন	২৬
প্রতিনিয়ত নিজের সেরাটি দিন (ত্রুটিমুক্ত কাজ)	২৮
প্রফেশনাল জীবনে কোনো শর্টকাট নেই	৩১
ভবিষ্যতের কথা স্মরণে রেখে সঞ্চয় করুন	৩৩
স্মার্ট প্রফেশনালের যোগ্যতা এবং সক্ষমতা	৩৬
পেশা এবং পেশাদারিত্বের মধ্যে তফাত কী?	৩৯
পেশাদারি দক্ষতা যাচাই করুন	৪০
অফিসের প্রথম দিন	৪১
কাজকে আপনার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসুন এবং নিয়ন্ত্রণে রাখুন	৪৪
প্রযুক্তি উৎকর্ষতাকে গুরুত্ব দিন	৪৭
আমরা চাইলেই তো আমাদের ক্যারিয়ারের উচ্চতা ধরে রাখতে পারি	৫১
বিশ্বাস ব্যতীত টেকসই নেতৃত্ব	৫৩
কর্মক্ষেত্রের শেষ কর্মদিবস-কেমন হওয়া উচিত?	৫৬
তথ্যের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করুন	৬০
অপরিচিত কারও সঙ্গে কথোপকথনে কীভাবে অংশ নেব?	৬২
একজন লিডারের চ্যালেঞ্জ	৬৮
মানসিকতা ঠিক করে দেবে আপনার আকাশ কত বড়	৭১
অগ্রাধিকার বোঝার ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ	৭৫
মানসিক চাপ থাকবেই কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আনার সিক্রেট জানতে হবে	৭৮

কাদের বেশি প্রয়োজন এক্সট্রোভার্ট নাকি ইন্ট্রোভার্ট	৮০
স্বেচ্ছায় হেরে যাবার গুণ হলো প্রক্রাস্টিনেশন বা গড়িমসি	৮৩
প্রতিষ্ঠান এবং প্রফেশনাল যখন ভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে চলতে থাকে	৮৫
কাজের মাঝে নতুনত্ব নিয়ে আসুন	৮৬
রাজার মতো পরিকল্পনা করুন	৮৮
ডিজিটাল স্যাভিনেস আপনার প্রধান হাতিয়ার হতে পারে	৯০
স্মার্ট এক্সিকিউটিভ যে গুণের কারণে স্পটলাইটের ভেতর থাকেন	৯৩
প্রতিক্রিয়ায় রেগে না গিয়ে হাসিমুখে গ্রহণ করুন	৯৫
খোলা মন খোলা দরজার মতো	৯৬
বিরতি নিতে জানতে হবে	৯৮
সব সময় নিজেকে নতুন ভাবুন	১০০
অর্জন করার মানসিকতা থাকতে হবে	১০১
"এভরি ডে লার্নারস' আচরণ থাকা উচিত	১০২
আপনার মোট নেটওয়ার্ক আপনার মোট সম্পদের সমপরিমাণ	১০৩
স্মার্ট প্রফেশনালরা যেভাবে সমস্যার সমাধান বের করে	১০৫
লিডারের একমাত্র কাজ লিডার তৈরি করা, ফলোয়ার নয়ঃ বাংলাদেশি কোম্পানির কেস স্টাডি	১১২
মানসিকতার শক্তি: অলসতার বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করা যায়?	১১৫
বস থেকে লিডারঃ কর্মী ধরে রাখার ওপর নেতৃত্বগুণের প্রভাব	১১৮
সহযোগিতার শক্তি: সাফল্যের পথ	১২১
সাইলেন্ট উদ্যোক্তা	১২৪
নেতিবাচক মানুষের কোনো অগ্রগতি নেই, থাকলেও সেটা সাময়িক	১২৬
আপনাকেই অবশ্যই একজন সেলসম্যান হতে হবে	১২৮
দুই ধরনের কাস্টমার এবং কেন তারা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ	১৩০
ইতিবাচকতা এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে যোগাযোগ আপনার জীবন পাল্টে দেব	১৩২
ইন্ট্রাপ্রেনিউরের যত গুণ	১৩৭
সফলতা অর্জন করা কি খুব কঠিন	১৩৯
মানুষের জন্য কাজ করলে, ঘুমের জন্য ওষুধের প্রয়োজন হয় না	১৪০
উপসংহার	১৪১

সাফল্যের জন্য স্বপ্ন, লক্ষ্য, টার্গেটঃ কীভাবে পরিকল্পনার ছক আঁকবেন

সাফল্য অর্জনের জন্য প্রত্যেক প্রফেশনালকে একটি স্বপ্ন দেখতে হবে যা পানির মতো স্বচ্ছ দেখাবে। একটি লক্ষ্যকে সামনে রাখবে যা হবে অর্জনযোগ্য এবং সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য ছোট ছোট টুকরায় লক্ষ্যটি ভেঙে ফেলতে হবে। সে টুকরোগুলোকে অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট একটি সময়সীমার মধ্যে রাখতে হবে।

স্বপ্ন ছাড়া একজন প্রফেশনাল পালহীন নৌকার মতো, যা যেকোনো মুহূর্তে ডুবে যেতে পারে। আমি ১৯৯৫ সালে বিল গেটসের একটি সাক্ষাৎকার দেখছিলাম এবং যখন অনুষ্ঠানের উপস্থাপক তার স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি প্রতিটি ডেস্কে এবং প্রতিটি বাড়িতে কম্পিউটার দেখতে চান। এ্যাপলের কো-ফাউন্ডার স্টিভ জবসের স্বপ্ন ছিল নতুনত্বকে প্রাধান্য দিয়ে পণ্য তৈরি করা, যা জীবনকে সহজ করবে এবং বিশ্বকে পরিবর্তন করবে। গুগলের কো-ফাউন্ডার ল্যারি পেজের স্বপ্ন ছিল বিশ্বের তথ্য সবার কাছে সহজলভ্য এবং উপযোগী করে তোলা। একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা বিচার করতে পারি তাদের স্বপ্ন কতটুকু অর্জিত হয়েছে।

বাংলাদেশের বিখ্যাত সর্বাধিক জনপ্রিয় অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার একবার বলেছিলেন, 'একজন মানুষ তার স্বপ্নের মতোই বড়' এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা বিশ্বাস করি। আমার সেমিনারে বা কর্মশালায় আমি প্রায়ই প্রফেশনালদের জিজ্ঞেস করি যে তাদের প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজে যাবার মূল অনুপ্রেরণা কী? খুব কম মানুষই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিতে পারেন। আমার ধারণা তারা কখনো এমনভাবে ভেবে দেখেননি বা কোনো স্বপ্ন দেখেননি। নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকার কারণে আমরা দেখছি, অগণিত ছাত্রছাত্রী গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারছে না অথবা চাকরিতে ঢুকতে পারলেও কাজটি ধরে রাখতে পারছেন না। অনেকে আবার স্বপ্ন নিয়ে নিজের ব্যবসা শুরু করেন কিন্তু ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে পারছেন না। এ ক্ষেত্রে আমার ধারণা অধিকাংশ প্রফেশনাল তারা তাদের নিজের দক্ষতাকে চিহ্নিত করতে পারছেন না। অন্যের দক্ষতা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং প্রফেশনাল নেটওয়ার্ককে পুঁজি করে কর্মক্ষেত্রে নিজের অবস্থান পাকা করার পরিকল্পনা করেন। বাধা আসে তখনই।

কর্মজীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং অর্জন করতে, প্রত্যেক প্রফেশনালকে কিছু পদক্ষেপের সুষ্ঠু পরিকল্পনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। যেমনঃ

- একটি নির্দিষ্ট সেক্টর নির্বাচন করাটা অত্যন্ত জরুরিঃ সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন হলো উপযুক্ত সময় কাজের সেক্টর নির্বাচন করার। এ ছাড়া আত্মবিশ্বাস থাকলে যেকোনো সময় একটি নির্দিষ্ট সেক্টরে কাজ করে স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং প্রশংসা অর্জন করা সম্ভব। আমি আগেই পরিষ্কার করে নিতে চাই অনেক চাকরির ক্ষেত্র এবং সংখ্যা দেশ, অর্থনীতি এবং সেই দেশের শিল্পের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। অতএব সঠিকভাবে বলা মুশকিল কত ধরনের চাকরি বা ব্যবসার সেক্টর আছে। তবে সামগ্রিক দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই এগ্রিকালচার, কন্সট্রাকশন, এডুকেশন, ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং, স্বাস্থ্যসেবা, হসপিটালিটি সেক্টর, বিজনেস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তথ্যপ্রযুক্তি, ম্যানুফ্যাকচারিং, রিটেইল এবং সেবা খাতকে। আপনার পছন্দের কাজ ওপরে বর্ণিত যেকোনো একটি সেক্টরের মধ্যে হয়তো পড়ে যেতে পারে। যেমন ধরুন আপনি মার্কেটিং বা সেলস নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী, তাহলে আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে মার্কেটিং বা সেলস সাধারণত সেবা খাতের একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা অন্য যেকোনো সেক্টরকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

- আপনার নির্বাচন করা সেক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট দক্ষতা চিহ্নিত করুনঃ সবাইকে বিশ্বাস রাখতে হবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যেমন প্রয়োজন নির্দিষ্ট কাজের সেক্টর নির্বাচন, তেমনি সেই সেক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা চিহ্নিত করাও জরুরি। চিহ্নিত করা গেলে দরকার হবে সেই দক্ষতাগুলোর ওপর এক্সপার্ট লেভেলের সক্ষমতা অর্জন করা। যার মানে হলো আপনি কারও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়াই একটি কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারেন। আপনাকে হাতে ধরে কোনো কাজ করিয়ে দিতে হয় না।

- সেক্টর সম্পর্কে কমার্শিয়াল জ্ঞান অর্জন করুনঃ এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি যেই সেক্টরে কাজ করছেন সেই সেক্টর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকাটা অনেক জরুরি। আপনাকে জানতে হবে

  - » সেক্টরের কোথায় কী হচ্ছে,
  - » সেক্টরে কোন ধরনের পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।
  - » কোন প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আছে, কেন সেই প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আছে।
  - » সেই সেক্টরের টপ প্রফেশনাল কারা,
  - » সেই সেক্টরের পণ্য, সেবা ও সিস্টেম কেমন,
  - » সেক্টরের আইনকানুন বা নীতিমালা কী,
  - » বিশ্বব্যাপী সেই সেক্টরের মূল্যায়ন কী,
  - » সেই সেক্টর দেশ, অঞ্চল, অর্থনীতিভেদে কেমন কাজ করছে ইত্যাদি।

- অভিজ্ঞতা অর্জনে কার্পণ্য করা যাবে না: মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়ে একের পর এক চ্যালেঞ্জ এবং ঝুঁকি গ্রহণের মাধ্যমে। আমাদের কর্মক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই সেফ গেম প্লেয়ারদের সাক্ষাৎ পাই (Safe Game Player) যারা কোনো প্রকার চ্যালেঞ্জ এবং ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়াই ক্যারিয়ার পরিচালনা করতে চান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে নিরাপদে কাজ করাটা অনেক সহজ এবং ঝুঁকিমুক্ত। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ারের জন্য ভালো নয় মোটেও। আপনি যত ভেবেচিন্তে ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জ নেবেন, তত আপনি ভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন, যা আপনাকে আত্মবিশ্বাসী, ক্রিয়েটিভ, ক্রিটিক্যাল থিংকার এবং সহনশীল করে তুলবে।

- আপনার সেক্টরের প্রফেশনালদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করুন: এটা বিশ্বাস রাখুন পৃথিবীতে যত সুযোগ তার অধিকাংশ আসে বাইরে থেকে এবং আপনার সঙ্গে গড়ে ওঠা কিছু মানুষের সম্পর্ক থেকে। ধরুন আপনি কাউকে চেনেন না, কেউ আপনাকে চেনে না। তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে? এই উত্তরটি আপনি খুঁজে বের করুন। সম্পর্ক উন্নয়ন আপনাকে করতেই হবে টেকসই ক্যারিয়ারের জন্য। কিছু মানুষ আপনাকে চিনবে, আপনি কিছু মানুষকে চিনবেন। এটাই হলো সরল ফর্মুলা।

আমি উপরের যে কয়েকটি পদক্ষেপ উল্লেখ করেছি সেটিকে একটি মডেল হিসেবে আমি আপনাদের সামনে রাখতে চাই। এই মডেলটির নাম আমি দিয়েছি "স্বপ্ন ৩৬০ ডিগ্রি'

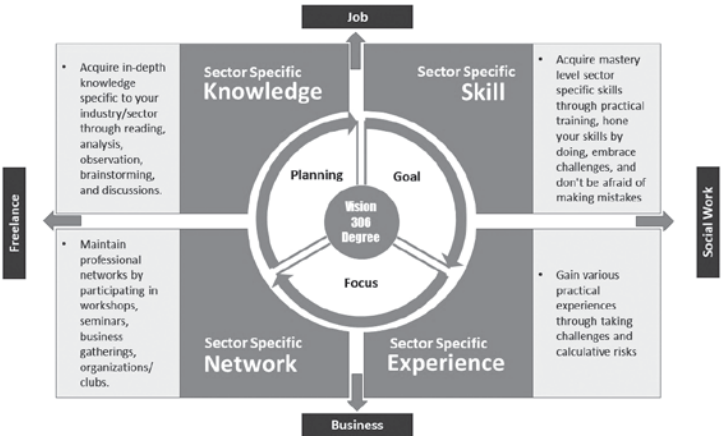

ছবি: স্বপ্ন বাস্তবায়নের ৩৬০ ডিগ্রি মডেল

ক্যারিয়ারের এই মডেলটি আপনার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী হতে পারে যদি আপনি নির্দিষ্ট লক্ষ্য, গোল এবং টার্গেট সেট করে সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে পারেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ফোকাস ঠিক রাখা। মনে রাখবেন আপনার ফোকাস যদি ঠিক থাকে কেউ আপনাকে এক মুহূর্তের জন্য বিপথগামী করতে পারবে না।

আপনি হয়তো বাস্তবতার আলোকে একটি চিন্তা নিয়ে ঘুরছেন যে আপনি একটি চাকরি করবেন। আসলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এমন হয়ে গেছে যে আমরা ভেবেই নিয়েছি চাকরিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু আপনি যদি উপরের মডেলটির দিকে একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করেন, তাহলে দেখবেন ওখানে ক্যারিয়ারের চারটি দিক নির্দেশ করা আছে । সবার উপরে আছে চাকরি, তার নিচে আছে ব্যবসা এবং দুপাশে আছে ফ্রিল্যান্সার এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড। ছাত্রজীবন থেকে আমরা যদি এই চারটি ভীষণ সম্পর্কে অবগত থাকি তাহলে ক্যারিয়ার সিলেকশনে আমরা কখনোই হোঁচট খাবো না।